দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 06.2000 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

18

অমর একুশের বইমেলা

অমর একুশের বইমেলা। অন্যান্য বছরের মত এবারও বাংলা একাডেমির আঙ্গিনায় আজ থেকে শুরু হলো। এ বইমেলা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে পড়েছে। হয়েছে বাঙালির জাতীয় উৎসব। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি আসে। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমা আমাদের উদ্দীপ্ত করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শপথ উচ্চারণ করতে প্রেরণা যোগায়। যে ভাষার জন্য এত লড়াই, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল বাংলা একাডেমি। আর বাংলা একাডেমির ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বইমেলারও তাই সীমাহীন গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে বইমেলার আয়োজন তাই ভাষা শহীদদের প্রতিও নিরন্তর শ্রদ্ধা নিবেদন।

বইমেলা হচ্ছে বইয়ের মেলা। অবসরবিনোদন এবং জ্ঞানের জন্য অথবা কৌতূহল মেটানোর জন্য মানুষকে যুগ যুগ ধরে নির্ভর করতে হয়েছে বইয়ের উপর। বই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়, বেঁচে থাকার বিশ্বস্ত সঙ্গী। শুধু সময় কাটানোর জন্য আমরা বই পড়ি না। বই পড়ে নিজেকে শিক্ষিত করি। বই মানুষকে মননশীল করে। বই হলো প্রদীপের মত- এর ছোঁয়ায় আমাদের অজ্ঞাতেই মন আলোকিত হয়, আমরা নতুন জগতে প্রবেশ করি। দু' মলাটের মধ্যে আমরা পাই নতুন দিগন্তের সন্ধান। তাইতো বইমেলায় হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে নিজেকে ঋদ্ধ করতে। বইমেলার উদ্দেশ্য লেখক-পাঠক-প্রকাশককে মুখোমুখি করা। তাতে পাঠকের উৎসাহ বাড়ে এবং তাদের মতামত ভবিষ্যৎ প্রকাশনার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। বই বিক্রিই শুধুমাত্র বইমেলার উদ্দেশ্য নয়, পাঠকচিত্তে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলাও এর উদ্দেশ্য। বইমেলা শুধু ঐশ্বর্য আর বড়ত্বের প্রদর্শনীই নয়, এ হলো রুচি ও শিল্পবোধেরও পরিচয় দেবার স্থান। আমাদের দেশে লেখক-পাঠক মুখোমুখি হবার সুযোগ খুব একটা ঘটে না। বইমেলা এ ঘটনাটি বছরের পর বছর ঘটিয়ে চলেছে। সেটা লেখক পাঠক উভয়ের জন্যই মঙ্গলপ্রদ। লেখক-পাঠক-প্রকাশক-পুস্তক বিক্রেতা সবার মধ্যে মেলামেশার এমন একটি ক্ষেত্র খুবই প্রয়োজনীয়। এ সুস্থ ও রুচিশীল অনুষ্ঠানটি যত জনপ্রিয় হবে জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

বইমেলায় প্রকাশকরা সরাসরি নিজেদের প্রকাশিত বই বিক্রি করে থাকেন। ভাল বই বা ভাল বইয়ের মেলা প্রকাশকদের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। উন্নত বিশ্বে প্রকাশকদের সামনে লক্ষ্য থাকে তিনটি- পাঠককে খুশি করে গ্রন্থরুচি বৃদ্ধি, উন্নতমানের লেখা প্রকাশ আর প্রকাশনা শিল্পের মান ও বাজার বাড়ানো। ফলে প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ ঘটে ঠিকভাবে। সুফল পান শিল্পের সাথে জড়িত প্রত্যেকেই। আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে বইয়ের দাম অত্যন্ত বেশি। কাগজসহ প্রকাশনা উপকরণের উচ্চমূল্যই বইয়ের মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এর সাথে রয়েছে করারোপের বাড়াবাড়ি। বইকে এসব অবাঞ্ছিত বিপত্তি থেকে রক্ষা করা দরকার। এক্ষেত্রে সরকার বই প্রকাশের সমস্ত উপকরণ সুলভমূল্যে সরবরাহ এবং করের হাত থেকে বইকে মুক্তি দিতে পারে। দাম কমার ফলে যদি বইয়ের বিক্রি বাড়ে তাহলে সেটা জাতির জন্য আশীর্বাদ হয়েই দেখা দেবে।

বইমেলাকে কিভাবে আরো আকর্ষণীয় করা যায়, কিভাবে প্রকাশনার মান বাড়ানো যায়, কিভাবে বইকে বহুজনের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব এসব নিয়ে মুক্ত আলোচনা হওয়া দরকার। মেলার উৎকর্ষ বিধানে লেখক-পাঠক-প্রকাশকসহ অন্য সকলেরই মত এবং পরামর্শ প্রয়োজন।

বইমেলার বহু দোকানে দেখা যায়, তাদের কাছে কোন ক্যাটালগ নেই। অথচ মেলায় প্রত্যেক দোকানেই ক্যাটালগ বা তালিকা থাকা উচিত। তালিকা দেখে অনেক পাঠক ঠিক করেন কোন্ কোন্ বই তখন কিনবেন, আর কোনগুলো পরে সংগ্রহ করবেন। অনেক প্রকাশক তালিকা একটি রাখেন বটে। কিন্তু তালিকা অনুযায়ী বই চাইলে 'প্রিন্ট শেষ' অথবা 'বাজারে আসেনি' জাতীয় মন্তব্য করেন। এতে করে পাঠক বিড়ম্বিত হন। মেলায় অনেকে বিশেষ বিষয়ের উপর বই কিনতে আসেন। এসব ব্যক্তির অনেকেই তাদের পছন্দের বইগুলো কোন্ স্টলে পাওয়া যাবে সেটা জানেন না। এসব ব্যক্তির সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। যেমন শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত স্টলসমূহ এক জায়গায়, গল্প উপন্যাস এক শ্রেণীতে, বিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন একদিকে, কবিতা এক স্থানে- এভাবে এক একটি বিষয়ের প্রকাশক বা স্টলসমূহকে একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে। এতে করে ক্রেতারা হয়রানিমুক্ত হবে। বইমেলা যেন 'পাইরেট এডিশন' দখল করে না নেয় এ ব্যাপারেও আরো সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার বইয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের মুদ্রিত বইয়ের দামের পার্থক্য ঘোচাতে হবে। তা না হলে বইমেলায় ঠিকই ভিড় থাকবে, কিন্তু সুনীল শীর্ষেন্দু বিকিকিনি হবে নিউমার্কেট-আজিজ মার্কেটে।

মেলাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত নির্দেশিকাও থাকে না কোথায় কোথায় এ স্থানগুলো অবস্থিত। এছাড়া মেলায় পানীয়জলের সুবন্দোবস্ত নেই। সিটি করপোরেশনের সহায়তায় এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে অনায়াসেই। আমরা চাই বইমেলা হোক শুধু বইয়েরই মেলা। আর বইমেলায় বখাটেদের উৎপাতে তরুণীরা যেন বিব্রত না হয়, এব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাতৃভাষার আলোকধারায় উদ্ভাসিত অনেক স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর সান্ত্বনাঘেরা এ বইমেলা সফল হোক- এটাই প্রত্যাশা।